Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামের সহাবস্থান ও আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাফিয়া খাতুন রিপা

রোলঃ 23090121521


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামের সহাবস্থান ও আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাফিয়া খাতুন রিপা

রোলঃ 23090121521

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের সহাবস্থান ও আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাফিয়া খাতুন রিপা, আইডিঃ 23090121521 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের সহাবস্থান ও আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Safia Khatun Ripa

(স্বাক্ষর)

**সাফিয়া খাতুন রিপা**

আইডিঃ 23090121521

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

ভূমিকা : ..... 5
অধ্যায় ১ ..... 8
ইসলামে সহাবস্থানের ভিত্তি ..... 8
অধ্যায় ২ ..... 12
অন্যান্য ধর্ম ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ..... 12
অধ্যায় ৩ ..... 16
আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নীতিমালা ..... 16
অধ্যায় ৪ ..... 21
নবী ও সাহাবিদের সহাবস্থানের বাস্তব উদাহরণ ..... 21
পঞ্চম অধ্যায় ..... 24
আধুনিক যুগে সহাবস্থানের প্রয়োগ। ..... 24
ষষ্ঠ অধ্যায় ..... 30
সহাবস্থান ও ন্যায়বিচার ..... 30
সপ্তম অধ্যায় ..... 35
চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ..... 35
শেষ অধ্যায়: উপসংহার ও আহ্বান ..... 41

## ⊛ ভূমিকা :

১. ইসলামের মূল দর্শনে মানবতার আহ্বান

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যার কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর একত্ব ও মানবতার মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো।"
— সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩

এই আয়াত ইসলামের সহাবস্থানের দর্শনের মূল ভিত্তি। এখানে 'পরস্পর জানা' অর্থাৎ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে, বিরোধ ও সংঘাতের নয়।
মানুষের বর্ণ, ধর্ম, জাতি বা সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই এক — কেবল ন্যায় ও তাকওয়াই পার্থক্য নির্ধারণের মাপকাঠি।

২. সহাবস্থানের অর্থ ও তাৎপর্য

'সহাবস্থান' (Coexistence) মানে হচ্ছে—
ভিন্ন চিন্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি বা জীবনাচার থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বসবাস করা।
ইসলামে সহাবস্থান মানে কেবল সহ্য করা নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ন্যায়বিচার ও কল্যাণের সম্পর্ক স্থাপন করা।
নবী করিম ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করে, আমি কিয়ামতের দিনে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেব।"
— (আবু দাউদ, হাদীস ৩০৫২)

এ হাদীসটি দেখায়, ইসলাম শুধু মুসলমানদের নয়—সব মানুষের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার শিক্ষা দেয়।

৩. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ও ইতিহাস:

মানুষ ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য একটাই—সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন। কোরআন সেই স্বাভাবিক ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, এবং আহ্বান করেছে আলোচনার পথে:

"বলুন, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না।"
— সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪

এই আয়াত মূলত প্রথম ইসলামী আন্তঃধর্মীয় সংলাপের রূপরেখা দেয়।
নবী ﷺ-এর সময়ে মদিনায় খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলকে তিনি নিজ মসজিদে অতিথি হিসেবে স্থান দেন এবং তাদের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত আলোচনায় অংশ নেন।
তাঁর এই ব্যবহারই ছিল ইসলামী সংলাপের মডেল—সম্মান, যুক্তি ও করুণার সমন্বয়ে গঠিত।

৪. সহাবস্থান ইসলামের নৈতিক বাধ্যবাধকতা

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাও ইমানের অংশ।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

"মুমিন সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।"
— (সহীহ বুখারী)

অর্থাৎ, যে অন্য ধর্মাবলম্বী বা মানুষকেও ক্ষতি করে না, সে-ই প্রকৃত মুসলমান।
এই শিক্ষা আমাদের জানিয়ে দেয়—সহাবস্থান কোনো রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং ঈমানের দাবি।

৫. মানবিক সম্পর্কের পরিধি

ইসলাম মানুষকে শুধু মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বলে না, বরং একজন আদম সন্তান হিসেবে দেখতে শেখায়।

কোরআনে আল্লাহ বলেন—

“যে ব্যক্তি এক প্রাণকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল; আর যে এক প্রাণকে রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করল।”
— সূরা মায়িদা, আয়াত ৩২

এই আয়াত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা।
এতে ধর্মভেদে নয়, বরং মানবতার ভিত্তিতে জীবন রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

৬. সহাবস্থান আজ কেন জরুরি

বর্তমান যুগে ধর্মের নামে বিভাজন, সহিংসতা ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে।
অন্য ধর্মের মানুষকে শত্রু ভাবা, নিজেদের মতবাদকে সর্বোচ্চ মনে করা—এসবই মানবতার জন্য ক্ষতিকর।
ইসলাম এই সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুক্তির দিশা দেখায়।
সহাবস্থান মানে কারও বিশ্বাস পরিবর্তন নয়; বরং একে অপরকে বোঝা ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করা।
এই ভাবনা থেকেই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আজকের বিশ্বে অপরিহার্য।

৭.ইসলামে সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বইটির উদ্দেশ্য

এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো—

ইসলামী দৃষ্টিতে সহাবস্থান ও সংলাপের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা।

ভুল ধারণা দূর করে ইসলামের শান্তিময় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা।

মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মান বৃদ্ধি করা।

এই বইটি গবেষণাধর্মী হলেও ভাষা হবে সহজবোধ্য, যাতে সাধারণ পাঠকও ইসলামের মহান মানবিক শিক্ষা বুঝতে পারেন।

## ▨ অধ্যায় ১

# ইসলামে সহাবস্থানের ভিত্তি

১. আল্লাহর সৃষ্টি দর্শন ও মানব বৈচিত্র্য

ইসলামের দৃষ্টিতে সহাবস্থানের ভিত্তি শুরু হয় সৃষ্টির দর্শন থেকেই।
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন রঙ, ভাষা, জাতি, অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে সৃষ্টি করেছেন—এ বৈচিত্র্য কোনো বিভাজনের ফল নয়, বরং পারস্পরিক শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্র।

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্য।"
— সূরা রূম, আয়াত ২২

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, বৈচিত্র্য আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অংশ।
অতএব, ভিন্নতার মধ্যে সহাবস্থান মানব সভ্যতার ঈশ্বরপ্রদত্ত বাস্তবতা।
যে সমাজ এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, সে-ই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অনুগত।

২. কোরআনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা

কোরআনুল কারীমে এমন বহু আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ তায়ালা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন।
তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত—

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। সঠিক পথ ও ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে।"
— সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

এই আয়াত ইসলামকে জবরদস্তির বিপরীতে সংলাপ ও বোঝাপড়ার ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে।
ইসলাম অন্যের ধর্ম পরিবর্তনের জন্য জোরাজুরি করে না, বরং সঠিক পথে আহ্বান জানায়—
"হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)
অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে সহাবস্থান মানে হলো এমন এক সমাজ গঠন,
যেখানে মুসলমান ও অমুসলিম উভয়েই নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে।

৩. নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন থেকে সহাবস্থানের শিক্ষা

নবী করিম ﷺ নিজ জীবনে সহাবস্থানের সর্বোচ্চ উদাহরণ রেখে গেছেন।
তিনি মক্কার নির্যাতনকারীদের প্রতিও ক্ষমাশীল ছিলেন।
যেদিন বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন, সেদিন তিনি বললেন—

"আজ তোমাদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।"
— (ইবনে হিশাম, সিরাতুন্নবী)

এটি কেবল ক্ষমা নয়; বরং মানবতার ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক মহা দলিল।
তিনি কখনও প্রতিহিংসা নয়, বরং করুণা ও আলোচনার পথ বেছে নিয়েছেন।

৪. মদিনা সনদ: সহাবস্থানের ঐতিহাসিক দলিল

নবী ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন শহরটিতে মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক—সবাই বাস করত।
তখন তিনি একটি সংবিধান বা চার্টার প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাসে "মদিনা সনদ" নামে পরিচিত।
এর মূল পয়েন্টগুলো ছিল:

প্রত্যেকে নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে।

মদিনার নিরাপত্তা সকলের যৌথ দায়িত্ব।

কোনো গোষ্ঠীর প্রতি জোরপূর্বক আচরণ করা যাবে না।

অন্যায় করলে যে-ই করুক, ন্যায়বিচার হবে।

এটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম বহুধর্মীয় সহাবস্থানের লিখিত দলিল।
মদিনা সনদ প্রমাণ করে—ইসলাম কেবল ধর্ম নয়, বরং মানব সমাজে ন্যায়ভিত্তিক সহাবস্থানের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত।

৫. অমুসলিমদের প্রতি ন্যায় ও দয়া

ইসলাম শেখায়—অমুসলিমরাও আল্লাহর সৃষ্টি; তাদের প্রতি অন্যায় করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করে, তার অধিকার হরণ করে, বা তাকে কষ্ট দেয়, আমি কিয়ামতের দিন তার বিপক্ষে থাকব।"
— (আবু দাউদ, হাদীস ৩০৫২)

এটি প্রমাণ করে—অমুসলিমের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। সুতরাং ইসলামে সহাবস্থান কোনো "সহিষ্ণুতা" নয়, বরং ন্যায় ও মানবিক দায়বদ্ধতা।

৬. ইসলামী ইতিহাসে সহাবস্থানের উদাহরণ

ইসলামী ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করেছে।
যেমন—

খলিফা উমর (রা.) যখন জেরুজালেম জয় করেন, তখন তিনি খ্রিস্টানদের নিরাপত্তার লিখিত নিশ্চয়তা দেন।

আন্দালুস (স্পেন)-এ মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিরা একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করত; তখন ইউরোপে সহনশীলতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপিত হয়েছিল।

এগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামিক সভ্যতার কেন্দ্রে মানবিক সহাবস্থান সর্বদাই ছিল।

৭. "লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়াদীন" — ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"
— সূরা কাফিরুন, আয়াত ৬

এই আয়াত ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

অর্থাৎ, ইসলাম নিজের পথের সত্যতায় দৃঢ় থাকলেও, অন্যের বিশ্বাসকে বলপূর্বক পরিবর্তনের অনুমতি দেয় না।
এভাবেই কোরআন মানুষকে স্বাধীন চিন্তা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পথে আহ্বান করে।

৮. সংলাপ ও যুক্তিবোধের ভিত্তি

সহাবস্থান টিকিয়ে রাখতে সংলাপ অপরিহার্য।
কোরআন বলে—

"তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে; আর তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর উত্তম উপায়ে।"
— সূরা নাহল, আয়াত ১২৫

এটি ইসলামের যুক্তিনির্ভর, শালীন ও নৈতিক সংলাপের নীতি।
অর্থাৎ ইসলাম "বিতর্ক" নয়, "বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার" শিক্ষা দেয়।

৯. সহাবস্থান: ঈমানের ফল ও সভ্যতার মানদণ্ড

একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রেই সহাবস্থানের শিক্ষা নিহিত।
যিনি অন্যকে সম্মান করেন, তিনিই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহৎ।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার আচরণ উত্তম।"
— (সহীহ বুখারী)

অতএব, একজন মুসলমানের ভদ্রতা, সহনশীলতা ও ন্যায়বোধই ইসলামী সহাবস্থানের প্রতিচ্ছবি।

✳ অধ্যায়ের সারমর্ম

এই অধ্যায় থেকে আমরা বুঝতে পারি—

ইসলাম সহাবস্থানের ধারণাকে আল্লাহর সৃষ্টি নীতির অংশ হিসেবে স্বীকার করে।

নবী ﷺ ও খলিফাগণ বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন।

## অধ্যায় ২

## অন্যান্য ধর্ম ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

১. ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি

ইসলাম মানব জাতিকে একক উৎস থেকে আগত হিসেবে স্বীকার করে—

"মানুষ এক জাতি ছিল, পরে তারা বিভক্ত হয়ে গেল।"
— সূরা ইউনুস, আয়াত ১৯

এই আয়াত জানায়—ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রবাহ, যা আল্লাহ নিজেই অনুমোদন করেছেন পরীক্ষার জন্য।

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করতেন; কিন্তু তিনি চেয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করতে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।"
— সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে ধর্মীয় ভিন্নতা কোনো শত্রুতা নয়, বরং পরস্পর শেখার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ।

২. ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

কোরআন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের "আহলে কিতাব" বলে উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ তারা ঐশী গ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি।
ইসলাম তাদের সঙ্গে রক্তসম্পর্কের মতো ঘনিষ্ঠ মানবিক সম্পর্ক স্বীকার করেছে।

"আহলে কিতাবদের সঙ্গে উত্তম উপায়ে বিতর্ক করো; শুধু তাদের সঙ্গে নয় যারা অন্যায় করে। এবং বলো—আমরা বিশ্বাস করি সেই কিতাবে, যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে।"
— সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬

এই আয়াত ইসলামকে শেখায়—আলোচনায় সম্মান বজায় রাখতে হবে এবং বিশ্বাসের মিলের দিকগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

◇ নবী মুহাম্মদ ﷺ ইহুদিদের সঙ্গে মদিনা সনদে পারস্পরিক নিরাপত্তার চুক্তি করেন।

◇ খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলকে মদিনার মসজিদে সম্মানজনকভাবে স্বাগত জানান এবং সংলাপে অংশ নেন।

এভাবে নবী ﷺ বাস্তবে প্রমাণ করেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামী আদর্শের অংশ।

৩. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিকোণ

যদিও কোরআনে সরাসরি হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের নাম নেই, ইসলামী আলেমরা তাদের "আহলে কিতাবের ন্যায়" বলে বিবেচনা করেছেন, কারণ তারাও ঈশ্বর, নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

"যেসব জাতি নবীর বার্তা পেয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে বিকৃত করেছে, তারাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

(আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা)

ইসলাম মূলত সব জাতির মাঝে সত্যের অনুসন্ধান ও ন্যায়ের মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেয়।

তাই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা অন্যান্য ধর্মের মানুষও ইসলামী দৃষ্টিতে মানবতার অংশীদার—যাদের সঙ্গে সহাবস্থান ও কল্যাণে সহযোগিতা করা ফরজ নয়তো সুন্নতুল্লাহ।

৪. ধর্মীয় ভিন্নতা ও পারস্পরিক সম্মান

কোরআন ঘোষণা করে—

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি একটি নির্দিষ্ট পথ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।"

— সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮

অতএব, ইসলাম অন্যের বিশ্বাসকে বাতিল বলে অপমান করে না; বরং আল্লাহর ইচ্ছাকেই স্বীকার করে যে, তিনি চেয়েছেন মানুষ নানা ধর্মে থাকবে।

রাসূল ﷺ কখনও অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি তুচ্ছ মনোভাব দেখাননি।

তিনি বলেন—

“যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে, তার স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ।”
— (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট—ধর্মীয় সহাবস্থান ইসলামী নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু।

৫. যৌথ নৈতিকতার ক্ষেত্র

সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ আছে—
যেমন সত্যবাদিতা, দয়া, ন্যায়বিচার, দানশীলতা ও পারস্পরিক সাহায্য।
ইসলাম এই যৌথ নীতিগুলোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখে।
কোরআন বলে—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেই সব লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে, যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করে না।”
— সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৮

অতএব, ইসলাম শেখায়—ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ন্যায় ও দয়ার আচরণ করা শুধু মানবিক নয়, বরং ইবাদতের অংশ।

৬. ধর্মীয় সংলাপের ইসলামী রূপরেখা

ইসলাম সংলাপের যে নীতিগুলো দিয়েছে, তা তিনটি মূল স্তম্ভে দাঁড়িয়ে—

হিকমাহ (বুদ্ধিমত্তা): যুক্তিনির্ভর ও শালীন কথা বলা।

মাওয়িজাতুল হাসানা (উত্তম উপদেশ): দয়া ও কোমল ভাষা ব্যবহার করা।

মুজাদালাহ বিল্লাতি হিয়া আহসান: বিতর্ক নয়, যুক্তি ও শ্রদ্ধায় ভিত্তিক আলোচনা।

এই নীতিগুলোর মাধ্যমে ইসলাম সংলাপকে সংঘাতের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

৭. ইতিহাসে আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান

🕌 মুসলিম শাসকদের উদাহরণ:

খলিফা আল-মামুন বাগদাদে গ্রিক দার্শনিকদের অনুবাদ প্রকল্প চালু করেন—যেখানে মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি পণ্ডিতরা একসঙ্গে কাজ করতেন।

আন্দালুসে (স্পেন) মুসলিম ও খ্রিস্টান চিন্তাবিদরা একত্রে বিজ্ঞান ও দর্শনে অগ্রগতি ঘটান।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বাদশাহ আকবর "সুলহে কুল" নীতির মাধ্যমে ধর্মীয় সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এসব উদাহরণ দেখায়—যখন ইসলামিক মূল্যবোধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন শান্তি, বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিকশিত হয়েছে।

৮. ধর্মীয় বিভাজন ও ইসলামী অবস্থান

কোরআন ধর্মীয় বিভাজনের কারণে অহংকার ও ঘৃণাকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে।

"তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না এবং পরস্পর ঘৃণা করো না।"
— সহীহ মুসলিম

ইসলাম বিভাজন নয়, বরং ঐক্যের পথে আহ্বান করে।
ধর্মভিত্তিক শত্রুতা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।

৯. বর্তমান বিশ্বে ইসলামের উদার অবস্থান

আজকের বিশ্বে ইসলামের নাম বিকৃত করে কেউ কেউ সহাবস্থানের বিপরীতে সহিংসতা ছড়াচ্ছে।
কিন্তু সত্যিকারের ইসলাম হলো সেই ইসলাম—
যে শেখায় ভালোবাসা, সহনশীলতা ও মানবতার বন্ধন।

"আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে।"

— সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭

অতএব, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনই মুসলমানদের জন্য আদর্শ—
যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণই ঈমানের প্রতিফলন।

✳ অধ্যায়ের সারমর্ম

ইসলাম ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবে মেনে নেয়।

ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ন্যায় ও দয়ার আচরণ ইসলামের শিক্ষা।

সংলাপ ও পারস্পরিক সম্মান ইসলামী সভ্যতার মূল নীতি।

সহাবস্থান ইসলামী ঐতিহ্যেরই একটি ধারাবাহিক রূপ।

## অধ্যায় ৩

## আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নীতিমালা

১. সংলাপের মূল উদ্দেশ্য

ইসলাম সংলাপকে মানবতার বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর উদ্দেশ্য বিতর্ক নয়, বরং সত্য অনুসন্ধান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কোরআন বলে—

“তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে; এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর উত্তম উপায়ে।”
— সূরা নাহল, আয়াত ১২৫

এই আয়াত ইসলামী সংলাপের তিনটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে—
১ হিকমাহ (বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি)
২ মাওয়িজাতুল হাসানা (উত্তম উপদেশ)

৩ মুজাদালাহ বিল্লাতি হিয়া আহসান (শালীন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বিতর্ক)

২. সংলাপের ইসলামী রূপরেখা

ইসলামী দৃষ্টিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কখনো ধর্ম পরিবর্তনের প্রচারণা নয়, বরং মানবতার সাধারণ মূল্যবোধে ঐক্যের আহ্বান।

"বলুন, হে আহলে কিতাব! এসো এমন কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না।"
— সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪

এখানে ইসলাম আহ্বান করছে "مشترک ভিত্তি"-তে — অর্থাৎ এমন বিষয়গুলোয় ঐক্য, যেখানে সব ধর্মের সম্মতি আছে:

এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস,

অন্যের অধিকার রক্ষা,

সত্যবাদিতা ও ন্যায়।

এভাবে সংলাপের লক্ষ্য হলো সহযোগিতা, বোঝাপড়া ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৩. সংলাপে শালীনতা ও নৈতিকতার ভূমিকা

সংলাপের সময় শালীনতা হলো ইসলামী চরিত্রের পরিচয়।
রাসূল ﷺ বলেন—

"সত্যিকার মুসলমান সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।"
— (সহীহ বুখারী)

অতএব, সংলাপে এমন কোনো ভাষা বা আচরণ ব্যবহার করা যাবে না যা অন্যের বিশ্বাসকে উপহাস করে।
কোরআন নির্দেশ দেয়—

“তোমরা তাদের দেবতাদের গালি দিও না, যাদের তারা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকে; ফলে তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিতে পারে।”
— সূরা আনআম, আয়াত ১০৮

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, অন্যের ধর্ম ও প্রতীককে সম্মান করা ইসলামের মৌলিক নীতি।

৪. যুক্তিবোধ ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা

ইসলাম যুক্তিবাদী আলোচনাকে উৎসাহিত করে।
কোরআনে বারবার বলা হয়েছে—

“তারা কি চিন্তা করে না?”
“তারা কি পর্যবেক্ষণ করে না?”

ইসলাম অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং বুদ্ধি, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য যাচাইয়ের আহ্বান করে।
একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ—
মদিনায় আসা নাজরান খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল নবী ﷺ–এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।
নবী ﷺ তাদের সঙ্গে সহনশীল ভাষায় সংলাপ করেন, যুক্তি দিয়ে উত্তর দেন, এবং শেষ পর্যন্ত কেউ ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি তাদের বিদায় দেন সম্মানের সঙ্গে।
এটাই ইসলামী সংলাপের আদর্শ — “জয় নয়, বোঝাপড়া।”

৫. সংলাপের নৈতিক সীমা

ইসলামে সংলাপের কিছু নৈতিক সীমা আছে, যেমন—

মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ — কোনো যুক্তির জন্য সত্য বিকৃতি করা যাবে না।

অপমানজনক মন্তব্য নয় — অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করা ইসলামে হারাম।

আলোচনায় ধৈর্য ও সংযম — প্রতিপক্ষের কথা শেষ না করে প্রতিবাদ করা অনুচিত।

লক্ষ্য হতে হবে কল্যাণ, বিতর্ক নয়।

নবী ﷺ বলেন:

“যে ব্যক্তি তর্ক ত্যাগ করে, যদিও সে সঠিক, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্ধারিত।”
— (আবু দাউদ)

অতএব, সংলাপে নম্রতা ও আত্মসংযম ইসলামী চরিত্রের প্রতিফলন।

৬. ইতিহাসে সফল সংলাপের উদাহরণ

(ক) মদিনায় খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল

যখন নাজরান থেকে খ্রিস্টানরা নবী ﷺ–এর কাছে আসে, তিনি তাদের নিজ মসজিদে অবস্থানের অনুমতি দেন এবং তারা সেখানে নিজেদের উপাসনা সম্পন্ন করে।
এই ঘটনা ইতিহাসে প্রথম আন্তঃধর্মীয় সংলাপের শান্তিপূর্ণ উদাহরণ।

(খ) সালাহউদ্দিন আইয়ুবির আচরণ

ক্রুসেড যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত খ্রিস্টানদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন।
তিনি বলেন—

“আমাদের লক্ষ্য হত্যা নয়, মানবতার পুনরুদ্ধার।”
(গ) আন্দালুস সভ্যতা

মুসলিম স্পেনে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা একত্রে শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিজ্ঞানে কাজ করত।
এই সহাবস্থান থেকেই ইউরোপে “Renaissance” শুরু হয়েছিল।

৭. সংলাপের বাস্তব প্রয়োগ

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় সংঘাত দূর করতে ইসলামের সংলাপ নীতি অত্যন্ত প্রযোজ্য।
ইসলাম শেখায়—

“তোমরা ন্যায় ও পরহেজগারির কাজে একে অপরকে সাহায্য করো।”
— সূরা মায়িদা, আয়াত ২

অতএব, মুসলমানদের উচিত—

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মানবকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা,

শিক্ষা, দারিদ্র্য, পরিবেশ, শান্তি প্রতিষ্ঠায় যৌথ উদ্যোগ নেওয়া,

ধর্মকে বিভেদ নয়, সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে দেখা।

৮. কোরআনের “লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়াদীন” নীতি

“তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।”
— সূরা কাফিরুন, আয়াত ৬

এটি ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা।
অর্থাৎ, ইসলাম নিজ ধর্মে অটল থেকেও অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করে।
এই নীতিই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আত্মা—
সহাবস্থান, সম্মান ও স্বাধীনতা।

৯. আধুনিক সংলাপ আন্দোলনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে জাতিসংঘ, ভ্যাটিকান, ও ইসলামী বিশ্ব লিগসহ অনেক সংগঠন “Interfaith Dialogue” চালাচ্ছে।
ইসলাম এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, যদি তা হয়—

মানবকল্যাণমূলক,

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমুক্ত,

এবং ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে।

একজন মুসলমান সংলাপে অংশ নেবে,
কিন্তু নিজের বিশ্বাসে অটল থাকবে—
“আমরা আমাদের ধর্মে অটল, তবু অন্যের প্রতি ন্যায় ও করুণার আচরণ করব।”

✳ অধ্যায়ের সারমর্ম

ইসলামে সংলাপ হলো জ্ঞান, যুক্তি ও শালীনতার মিশ্রণ।

অন্যের ধর্মকে অপমান নয়, সম্মান করতে হবে।

সংলাপের উদ্দেশ্য বিতর্ক নয়, বোঝাপড়া ও শান্তি।

নবী ﷺ–এর জীবন সংলাপ ও সহাবস্থানের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত।

“লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়াদীন” নীতি ইসলামের ধর্মীয় স্বাধীনতার মূলভিত্তি।

## অধ্যায় ৪

## নবী ও সাহাবিদের সহাবস্থানের বাস্তব উদাহরণ

১.ইসলাম শুধুমাত্র তত্ত্ব নয় — বরং জীবনের বাস্তব প্রয়োগযোগ্য এক আদর্শ জীবনব্যবস্থা।
নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা বাস্তব জীবনে এমন এক উদাহরণ স্থাপন করেছেন,
যা আজও মানবসভ্যতার জন্য সহাবস্থান ও শান্তির আদর্শ মডেল।
---

২. মক্কার যুগে সহনশীলতা

নবী ﷺ যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, মক্কার মুশরিকরা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের নির্যাতন করে।
তবুও তিনি কখনো প্রতিশোধ নেননি। বরং তিনি বলেছিলেন—

> “হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করো; তারা জানে না।”
— (সহীহ বুখারী)

এই দোয়া প্রমাণ করে, ইসলাম প্রতিপক্ষকেও দয়া ও সহানুভূতির চোখে দেখে।
নবী ﷺ শিখিয়েছেন —
বিদ্বেষ নয়, দোয়া ও দয়া হলো মুসলমানের অস্ত্র।
---

৩. মদিনায় সহাবস্থানের সূচনা

মদিনায় হিজরতের পর নবী ﷺ এক অনন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন,
যার ভিত্তি ছিল—
সমতা, ন্যায়, ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

(ক) মদিনা সনদ (Constitution of Madinah)

এটি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান,
যেখানে মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সবাইকে এক নাগরিক সমাজের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা—

1 প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।
2 সব নাগরিক নিরাপত্তা ও ন্যায়ের অধিকার পাবে।
3 যদি কেউ মদিনায় আক্রমণ করে, সব সম্প্রদায় মিলেই প্রতিরোধ করবে।

এখানে ইসলাম শুধু মুসলমান নয়, বরং পুরো সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।
---

৪. ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক

মদিনায় তিনটি প্রধান ইহুদি গোত্র ছিল—
বনু কায়নুকা, বনু নাযির, ও বনু কুরাইযা।

নবী ﷺ তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন।
তিনি তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখেন।

যতদিন তারা চুক্তি মেনে চলেছিল,
মুসলমানরা কখনো তাদের ক্ষতি করেনি।
এই ন্যায়নীতি আজও সহাবস্থানের আদর্শ।
---

৫. খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক

(ক) নাজরান প্রতিনিধিদল

নাজরান থেকে একদল খ্রিস্টান প্রতিনিধি নবী ﷺ–এর সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেয়।
তারা মসজিদে নববীতে অবস্থান করে, এমনকি নিজেদের উপাসনাও সম্পন্ন করে।
নবী ﷺ বলেন—

> "তাদের উপাসনা বন্ধ করো না।"

এটি ইতিহাসে ধর্মীয় স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(খ) চিঠি প্রেরণ

নবী ﷺ বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিশরের রাজা মোকাউকিস, ইরানের সম্রাট কিসরা প্রমুখ অমুসলিম শাসকদের কাছে চিঠি পাঠান —
সেখানে তিনি কোনো জোরজবরদস্তি করেননি, বরং বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান করেছেন—

> "এসো এমন কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন।"
(সূরা আলে ইমরান: ৬৪)

---

৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরতের ছয় বছর পর নবী ﷺ ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে হয় "হুদাইবিয়া চুক্তি।"

দেখতে এটি মুসলমানদের জন্য অসম ছিল, কিন্তু এতে ছিল শান্তির মহান বার্তা।

চুক্তিতে নবী ﷺ এমন অনেক শর্ত মেনে নেন যা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হচ্ছিল,
কিন্তু বাস্তবে তা ইসলামের জন্য জয় এনে দেয়।
এর ফলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত।

এই ঘটনাটি শেখায়—
শান্তির জন্য আপসও কখনো কখনো জিহাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে।
---

৭. মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমার মহত্ত্ব

যেদিন নবী ﷺ মক্কা বিজয় করেন,
তিনি তখন শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পান।
কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন—

> "আজ তোমাদের উপর কোনো দোষারোপ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।"
— (ইবনে হিশাম)

এ ঘোষণা মানব ইতিহাসে ক্ষমা ও সহাবস্থানের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত।

## ▧ পঞ্চম অধ্যায়

## আধুনিক যুগে সহাবস্থানের প্রয়োগ।

মানবসভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে এসে বিশ্ব এক "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি, যোগাযোগ, ও অর্থনীতির অগ্রগতিতে মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতায় ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও সহাবস্থান এখন শুধু আদর্শ নয়, বরং প্রয়োজনীয়তা। ইসলাম সহাবস্থানের যে নীতি শিক্ষা দেয়, তা আজকের বৈশ্বিক সমাজের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

ইসলামফোবিয়া ও ভুল ধারণা নিরসন

১. ইসলামফোবিয়ার উৎপত্তি

বিশ্বের কিছু অংশে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ভীতি — যাকে "ইসলামফোবিয়া" বলা হয় — তা আধুনিক সমাজের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কিছু গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ইসলামকে সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, ও অসহিষ্ণুতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। অথচ ইসলাম শান্তি, দয়া ও ন্যায়ের ধর্ম।

২. ইসলামফোবিয়ার জবাব ইসলামী উপায়ে

ইসলামের প্রকৃত বার্তা প্রচার করতে হলে আমাদের প্রথমে নিজেদের চরিত্রে ইসলামকে প্রকাশ করতে হবে। নবী করিম ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার আচার-আচরণ উত্তম।"
(সহিহ বুখারী)

সুন্দর আচরণ, মানবিকতা, ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক রূপ বিশ্বের সামনে তুলে ধরা সম্ভব।

ধর্মীয় সহনশীলতার সামাজিক উপকারিতা

সহাবস্থানের নীতি শুধু ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক শান্তির অন্যতম ভিত্তি। যখন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পারস্পরিক সম্মান ও নিরাপত্তা অনুভব করে, তখন সমাজে ঘৃণা, সংঘাত ও হিংসা কমে যায়।

১. অর্থনৈতিক স্থিতি

সহনশীল সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান নির্বিঘ্নে চলে। ইসলামি ইতিহাসে দেখা যায়, নবী ﷺ-এর সময় মক্কা ও মদিনায় মুসলিম-অমুসলিম বণিকেরা একত্রে ব্যবসা করতেন।

২. শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি

সহাবস্থানের পরিবেশে জ্ঞান বিনিময় সম্ভব হয়। অমুসলিম পণ্ডিতদের কাছ থেকেও মুসলিমরা উপকৃত হয়েছেন — যেমন, আন্দালুসে মুসলিম শাসনের সময় ইহুদি ও খ্রিস্টান চিন্তাবিদরা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান করতেন।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা

যখন মানুষ ধর্মভেদে ঘৃণা করে না, তখন সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। ইসলাম বলে —

"তোমরা একে অপরকে চিনে নিতে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়েছো।"
(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

অর্থাৎ ভিন্নতা বৈরিতা নয়, বরং পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যম।

গণমাধ্যমে সংলাপের গুরুত্ব

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচারে টেলিভিশন, রেডিও, সামাজিক মাধ্যম, ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

১. মিডিয়ায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও বক্তাদের উচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ইসলামের প্রকৃত দর্শন তুলে ধরা।
নবী ﷺ বলেছেন:

"যে আমার বার্তা শুনে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়, সে যেন আমার প্রতিনিধি।"
(তিরমিজি)

অতএব, মিডিয়া মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার করা এক প্রকার দাওয়াতের কাজ।

২. ইতিবাচক কন্টেন্ট ও সামাজিক সচেতনতা

মিডিয়ার মাধ্যমে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সম্মানজনক আলোচনা ও সহানুভূতিশীল কনটেন্ট প্রচার করা উচিত। এতে ঘৃণা কমবে, বিশ্বাস বাড়বে, ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে সহাবস্থানের বাস্তব প্রয়াস

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উদাহরণ, যেখানে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বহু শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাস করছে।
ইসলামের সহনশীল আদর্শই এখানে মুসলমানদের সমাজে নেতৃত্বের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।

১. ঐতিহাসিক সহাবস্থান

বাংলার সুফি সাধকরা যেমন শাহ জালাল (রহ.), শাহ পরান (রহ.) ও খান জাহান আলী (রহ.) — তারা তলোয়ার নয়, ভালোবাসা ও ন্যায়ের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন। ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২. সামাজিক সম্প্রীতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব যেমন পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, ও স্বাধীনতা দিবসে সব ধর্মের মানুষ একত্রে অংশগ্রহণ করে। এটি ইসলামী সহাবস্থানের চেতনার বাস্তব রূপ।

৩. আধুনিক উদ্যোগ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন হচ্ছে — বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় সংগঠন, ও এনজিও পর্যায়ে। এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঘৃণা নয়, মানবতার বোধ জাগ্রত হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের সহাবস্থানের উদাহরণ

১. সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)

“Abrahamic Family House” — যেখানে মসজিদ, গির্জা, ও সিনাগগ একসাথে নির্মিত হয়েছে। এটি ইসলামী সহনশীলতার এক প্রতীকী দৃষ্টান্ত।

২. মরক্কো ও ইন্দোনেশিয়া

এখানে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষিত আছে। মুসলিম শাসকেরা তাদের নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না।

৩. সৌদি আরবের নতুন উদ্যোগ

“Global Center for Combatting Extremist Ideology (Etidal)” ইসলামের শান্তি ও সহাবস্থানমূলক ব্যাখ্যা বিশ্বব্যাপী প্রচার করছে।

শিক্ষা ও সহাবস্থান

সহাবস্থানের ভিত্তি তৈরি হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। ইসলামের প্রথম নির্দেশই ছিল —

“পড়ো, তোমার প্রভুর নামে।” (সূরা আল-আলাক ৯৬:১)

১. শিক্ষাক্রমে সহনশীলতার পাঠ

বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যা ধর্মীয় ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করে।

২. গবেষণা ও সেমিনার

সহাবস্থানবিষয়ক ইসলামী চিন্তাধারা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা, সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা মুসলিম জগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

আধুনিক যুগে সহাবস্থান কেবল নৈতিক কর্তব্য নয়, বরং ইসলামী দায়িত্ব।
ইসলাম মানুষকে বিভাজিত করতে নয়, একত্র করতে এসেছে।
নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,

“মুসলিম সে-ই, যার জবান ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ।”
(সহিহ বুখারী)

অতএব, সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করা মানে হলো — নবীর আদর্শকে জীবন্ত করা, মানবতাকে মর্যাদা দেওয়া, এবং পৃথিবীতে আল্লাহর শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

- সংক্ষিপ্ত সার:

ইসলামফোবিয়া মোকাবিলায় সত্য প্রচার অপরিহার্য

সহনশীল সমাজে অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়

মিডিয়ায় ইসলামী বার্তা প্রচার জরুরি

বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বে বাস্তব উদাহরণ রয়েছে

শিক্ষা ও সচেতনতা সহাবস্থানের ভিত্তি

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ইসলামের প্রকৃত চেহারা।

## 🕮 ষষ্ঠ অধ্যায়

# সহাবস্থান ও ন্যায়বিচার

সহাবস্থান কেবল পারস্পরিক সহনশীলতার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; তার ভিত্তি হতে হয় ন্যায়বিচারের উপর।
ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি ও সহাবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা দিয়েছে, যেখানে ন্যায়কে কেন্দ্র করে সমাজের প্রতিটি সম্পর্ক — ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও — ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন ন্যায়বিচার করতে, সৎকাজ করতে ও আত্মীয়স্বজনকে দান করতে।"
(সূরা আন-নাহল ১৬:৯০)

এই আয়াতটি মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচারের সর্বজনীন ঘোষণার মতো; প্রতিটি জুমার খুতবায় এটি পাঠ করা হয়, যাতে মানুষ সর্বদা মনে রাখে — ন্যায় ছাড়া সহাবস্থান সম্ভব নয়।

ইসলামে ন্যায়বিচারের ধারণা

ইসলামে ন্যায়বিচার (আদল) কেবল আদালতের বা শাসনের দায়িত্ব নয়; এটি প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য।
ন্যায় মানে হলো — প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া এবং কাউকে ক্ষতি না করা।

কোরআনের দৃষ্টিতে

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষী হয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়।"
(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)

এই আয়াত ন্যায়বিচারের এক অনন্য ঘোষণা — ইসলাম কারও প্রতি পক্ষপাত করতে নিষেধ করেছে। এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে।

হাদীসের দৃষ্টিতে

নবী করিম ﷺ বলেছেনঃ

“ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন, যেদিন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।”
(সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম বড় মাধ্যম।

সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের ভূমিকা

সহাবস্থান তখনই টিকে থাকে, যখন সমাজে কোনো পক্ষ নিজেদের অন্যদের ওপর প্রাধান্য বা অন্যায় চাপিয়ে দেয় না। ইসলাম তাই বলেছে —

“তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।” (সূরা আল-বাকারা ২:১৮৮)

১. ধর্মীয় সহাবস্থানে ন্যায়বিচার

অমুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে আচরণে ইসলাম ন্যায়বিচারের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।
নবী ﷺ বলেনঃ

“যে অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মি) প্রতি অন্যায় করে, তার প্রতিপক্ষ আমি কিয়ামতের দিন।”
(আবু দাউদ)

এটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সহাবস্থানের নৈতিক চূড়ান্ত উদাহরণ।

২. সমাজে শান্তির ভিত্তি

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, ও প্রতিশোধপ্রবণতা দূর হয়। মানুষ নিরাপত্তা অনুভব করে, ধর্মীয় বা সামাজিক বিভাজন মুছে যায়।

কোরআনে ন্যায়বিচারের নির্দেশ

কোরআনে প্রায় প্রতিটি সামাজিক বিধানের মূল লক্ষ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

“আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ, এবং তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছি কিতাব ও মিজান, যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।”
(সূরা হাদীদ ৫৭:২৫)

অর্থাৎ, নবী-রাসূলগণের প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো মানবসমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী ইতিহাসে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১. মদিনা সনদ

মদিনা সনদে মুসলমান, ইহুদি, ও অন্যান্য উপজাতি একত্রে একটি নাগরিক রাষ্ট্রের অধীনে বাস করত। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয় —

“মদিনার সব অধিবাসীই একটি উম্মাহ (জাতি)।”

এটি বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত নাগরিক চুক্তি, যেখানে ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে এক অমুসলিম বৃদ্ধ ভিক্ষা করতে দেখলে তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।
তিনি বলেন,

“যখন সে তরুণ ছিল, আমরা তার থেকে কর নিয়েছি; এখন বৃদ্ধ হয়েছে, আমরা তাকে একা ফেলে দেব না।”

এটি ইসলামের ন্যায় ও মানবিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা

কোরআনে বলা হয়েছে —

“ধর্মের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৬)

অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম পরিবর্তন বা ধর্মীয় অনুশীলনে কোনো বলপ্রয়োগের স্থান নেই।

ন্যায়বিচার ও সামাজিক সম্প্রীতি

যখন রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি ন্যায়ের নীতিতে চলতে শুরু করে, তখন সহাবস্থান স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

(ক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ন্যায়বিচার মানে শুধু ধর্মীয় বিষয়ে নয়; ব্যবসা-বাণিজ্যেও ন্যায়ের প্রয়োজন।
কোরআন বলে —

“তোমরা পূর্ণ মাপে দাও, ওজন ঠিক রাখো।” (সূরা আল-ইসরা ১৭:৩৫)

সঠিক ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরি করে।

(খ) পারিবারিক সম্পর্কে

ন্যায় না থাকলে পরিবারেও সহাবস্থান নষ্ট হয়।
আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা যদি একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ করো, তবে ন্যায় করতে পারবে না বলে ভয় করো।”
(সূরা আন-নিসা ৪:৩)
ইসলাম এখানে ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায়বিচারের শর্ত আরোপ করেছে।

ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি অসম্ভব

কোনো সমাজ যদি দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হয়, তবে সেখানে সহাবস্থান ভঙ্গ হবে। ইসলাম তাই বলে — ন্যায়বিচারই শান্তির পূর্বশর্ত।

"যারা ন্যায় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৪২)

ন্যায় শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়; প্রতিটি মানুষকে নিজের অবস্থান থেকে ন্যায় করতে হবে — সেটিই ইসলামী চরিত্রের সৌন্দর্য।

আধুনিক যুগে ইসলামী ন্যায়বিচারের প্রয়োগ

১. আইনি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

ইসলামী ন্যায়বিচার মানে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সুবিধা নয়, বরং সবার সমান অধিকার। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে আইন প্রয়োগে এই নীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

২. শিক্ষাক্ষেত্রে

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতা শেখাতে হবে — যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বৈষম্য নয়, ন্যায়কে প্রাধান্য দেয়।

৩. গণমাধ্যমে ন্যায়ের প্রচার

মিডিয়া যেন ঘৃণা নয়, সত্যের বার্তা প্রচার করে — এটাই ইসলামী দৃষ্টিতে দাওয়াতের এক রূপ।

উপসংহার

সহাবস্থান তখনই বাস্তব হয়, যখন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলাম শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব জীবনে ন্যায়ের অনুশীলনের শিক্ষা দেয়।
নবী করিম ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি অন্যায় করবে না, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।"
(তিরমিজি)

অতএব, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা মানেই ইসলামী সহাবস্থানের ভিত্তি দৃঢ় করা।
ন্যায় ছাড়া শান্তি অসম্ভব, আর শান্তি ছাড়া মানবতা টিকতে পারে না।

- সংক্ষিপ্ত সার:

ন্যায়বিচার ছাড়া সহাবস্থান স্থায়ী নয়

কোরআন ও হাদীসে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জোর নির্দেশ

অমুসলিমদের প্রতি ন্যায় ও করুণা ইসলামের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ন্যায় অপরিহার্য

ন্যায়ই শান্তি ও মানবতার মূল ভিত্তি।

## 📖 সপ্তম অধ্যায়

## চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের শিক্ষা ইসলামের হৃদয়ভূমি।
কিন্তু বাস্তব জগতে এই আদর্শ বাস্তবায়নের পথে বহু বাধা রয়েছে — যেমন চরমপন্থা, ভুল ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক স্বার্থ, এবং সমাজে ধর্মীয় অজ্ঞতা।
এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, ইসলামী সহাবস্থানের পথে কোন কোন চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে, এবং কীভাবে সেগুলো অতিক্রম করা যায়।

১ চরমপন্থা ও ভুল ব্যাখ্যা

(ক) চরমপন্থার উৎস

চরমপন্থা সাধারণত তিন কারণে জন্ম নেয় —

ধর্মের ভুল বোঝাপড়া

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক হতাশা

শিক্ষার ঘাটতি ও সামাজিক অবিচার

যারা ইসলামকে সহিংসতা বা প্রতিশোধের ধর্ম মনে করে, তারা কোরআন ও হাদীসের সারমর্মকে বিকৃত করে। অথচ ইসলাম শান্তির ধর্ম, সহিংসতার নয়।

আল্লাহ বলেনঃ
"যে ব্যক্তি কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৩২)

(খ) চরমপন্থার প্রতিকার

চরমপন্থা মোকাবিলায় তিনটি পদক্ষেপ জরুরি —

জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা: ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানাতে হবে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে।

মানসিক পরিশুদ্ধি: আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তাওহীদের গভীর উপলব্ধি মানুষকে উগ্রতা থেকে রক্ষা করে।

সামাজিক ন্যায়বিচার: বৈষম্য ও বঞ্চনা কমানো গেলে উগ্রতা হ্রাস পায়।

২ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রচার মাধ্যম

আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়।
যে কেউ ধর্মের জ্ঞান ছাড়াই নিজেকে "দ্বীনের প্রচারক" হিসেবে উপস্থাপন করে, যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ইসলামী নীতি

নবী করিম ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি জ্ঞানের বাইরে কোরআনের ব্যাখ্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে।”
(তিরমিজি)

অতএব, ইসলাম বোঝা ও প্রচার করা একটি দায়িত্বশীল কাজ।
মসজিদ, মাদ্রাসা, ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যা ছড়াতে নেতৃত্ব দিতে হবে।

৩ রাজনৈতিক স্বার্থ ও ধর্মের ব্যবহার

কখনও কখনও ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। এতে মানুষ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, কারণ তারা ধর্মকে ক্ষমতার যন্ত্র মনে করে।
ইসলাম এই প্রবণতাকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে।

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিও না, আর জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।”
(সূরা আল-বাকারা ২:৪২)

ধর্ম কোনো গোষ্ঠীর মালিকানা নয়। ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো জনগণের কল্যাণে সত্যনিষ্ঠ থাকা।

৪ আন্তঃধর্মীয় অজ্ঞতা ও সামাজিক বিভাজন

আজকের মানুষ অন্য ধর্ম সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ।
এই অজ্ঞতা থেকেই সন্দেহ, ভয়, ও ঘৃণার জন্ম হয়।
ইসলাম শেখায় —

“হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।”
(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

অতএব, ভিন্নতা পরিচয়ের মাধ্যম, বৈরিতার নয়।

করণীয়:

স্কুল-কলেজে “ধর্মীয় সহনশীলতা” বিষয়ে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা

মসজিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রচার

ভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়

৫ ইসলামফোবিয়া ও বৈশ্বিক ভুল ধারণা

পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামফোবিয়ার বৃদ্ধি ইসলামী সহাবস্থানের বড় বাধা।
গণমাধ্যমে মুসলমানদের প্রায়ই নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।
কিন্তু মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব হলো — আচরণ ও কথার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।

ইসলামী কৌশল:

আন্তর্জাতিক সংলাপে মুসলিম প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

ইসলামী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও নৈতিকতার প্রদর্শনী

মুসলিম মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন, যা শান্তির বার্তা প্রচার করবে

নবী ﷺ বলেছেনঃ
"আমার পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত মাত্র।"
(বুখারী)

অতএব, ইসলামের সত্য প্রচার করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব।

৬ শিক্ষাব্যবস্থায় সহাবস্থানের শিক্ষা

সহাবস্থান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ শেখাবে।

(ক) ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কার

মাদ্রাসা ও ইসলামিক পাঠ্যক্রমে সহনশীলতা, মানবতা, ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

(খ) আধুনিক শিক্ষায় মূল্যবোধ সংযোজন

বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় বোঝাপড়ার বিষয় যুক্ত করলে তরুণ প্রজন্ম চরমপন্থা থেকে দূরে থাকবে।

(গ) শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ

যারা সমাজে নেতৃত্ব দেন, তাদের সহাবস্থানের মনোভাব নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৭ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার

ডিজিটাল যুগে ধর্ম প্রচারের এক বিশাল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, কিন্তু ভুল ব্যবহারে এটি বিভেদও বাড়াতে পারে।

করণীয়ঃ

অনলাইনে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ শেখানো

ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচারে পডকাস্ট, ভিডিও ও ব্লগ তৈরি

ঘৃণা বা বিভাজনমূলক কনটেন্টের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ বলেনঃ
“সৎ কাজ ও তাকওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা করো, কিন্তু অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।”
(সূরা আল-মায়িদা ৫:২)

৮ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের ভূমিকা

ইসলাম শুধু মুসলমানদের শান্তির ধর্ম নয়; এটি সমগ্র মানবতার শান্তির পথপ্রদর্শক।

মুসলমানদের করণীয়ঃ

নিজের চরিত্র ও আচরণে ইসলামের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা

স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ

দরিদ্র, অসহায় ও অমুসলিম প্রতিবেশীর পাশে থাকা

ন্যায়বিচার ও মানবতার জন্য আওয়াজ তোলা

নবী ﷺ বলেছেনঃ
"তুমি মানুষের জন্য যা ভালোবাসো, তা-ই তোমার ভাইয়ের জন্য ভালোবাসো।"
(বুখারী ও মুসলিম)

এটাই প্রকৃত সহাবস্থানের চেতনা।

৯ আত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহভীতি

সহাবস্থানের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো তাকওয়া — আল্লাহভীতি।
যে মানুষ সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে, সে কখনো অন্যের প্রতি অন্যায় করতে পারে না।

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।"
(মুসলিম)

তাকওয়াই মানুষকে বিনয়ী করে, অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতিও সহানুভূতিশীল করে তোলে।

উপসংহার

সহাবস্থানের পথে চ্যালেঞ্জ থাকলেও সমাধানও রয়েছে — কোরআন ও নবীর সুন্নাহয়।
আজকের পৃথিবী সংঘাত ও বিভেদের যুগে ইসলামী সহাবস্থানই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ।

চরমপন্থার বিরুদ্ধে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে

ধর্মীয় সংলাপে সৌজন্য ও সম্মান বজায় রাখতে হবে

ন্যায়বিচার ও মানবিকতা ইসলামি সহাবস্থানের মূল ভিত্তি হতে হবে

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সমাজের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন করে।"
(সূরা আর-রাদ ১৩:১১)

অতএব, পরিবর্তন শুরু হোক প্রত্যেক মুসলিমের অন্তর থেকে — ন্যায়, দয়া, ও সহাবস্থানের আলোতে।

- সংক্ষিপ্ত সার:

সহাবস্থানের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ: চরমপন্থা, ভুল ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক স্বার্থ, অজ্ঞতা

ইসলামী করণীয়: শিক্ষা, সংলাপ, ন্যায়বিচার, মানবিকতা

প্রযুক্তি ও মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য

মুসলমানদের চরিত্রই ইসলামের বার্তা প্রচারের সর্বোত্তম মাধ্যম

তাকওয়া ও আত্মিক উন্নয়ন সহাবস্থানের সত্যিকারের ভিত্তি।

## ⊛ শেষ অধ্যায়: উপসংহার ও আহ্বান

মানবতার ঐক্য – ইসলামের সারমর্ম

ইসলামের মূল বার্তা এক কথায় — শান্তি, ন্যায় ও মানবতা।
আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেনঃ

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবাইকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে — যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।”
(সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)

এই আয়াতের মাঝে লুকিয়ে আছে সহাবস্থানের পূর্ণ দর্শন। ইসলাম মানুষকে বিভাজন নয়, পরিচিতি ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি — সবাই এক আল্লাহরই সৃষ্টি। বৈচিত্র্য এখানে শত্রুতা নয়, বরং পারস্পরিক জানাশোনার সুযোগ।

১. সহাবস্থান ইসলামের প্রাণ

ইসলাম কখনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা শেখায়নি। বরং এটি মানুষকে আহ্বান করেছে ন্যায়, ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার দিকে। নবী মুহাম্মদ ﷺ মদিনা সমাজে মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দিয়েছেন।
“মদিনা সনদ”-এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন— ভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষও একসাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।
নবী করিম ﷺ বলেন:

“যে কেউ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অন্যায় করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষের বিরোধী হব।”
(আবু দাউদ, হাদীস: ৩০৫২)

এটাই ইসলামের সহাবস্থানের আসল চেতনা — নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার নিশ্চয়তা।

২. বিশ্বশান্তির পথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আজ পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, সহিংসতা ও বিদ্বেষ মানবসভ্যতাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়াচ্ছে, অথচ ইসলাম শেখায় —

“আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়।”
(সূরা আনফাল ৮:৬১)

এই নীতিই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি।
যেখানে ইসলাম থাকবে, সেখানে থাকবে শান্তি, সহযোগিতা ও ন্যায়।

৩. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী

মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকের শিক্ষার ওপর। যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সহনশীলতা, ন্যায়বোধ ও পারস্পরিক সম্মানের শিক্ষা দিতে পারি, তবে তারা একটি ভালো পৃথিবী গড়বে।
ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থায় সহাবস্থানের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা — আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।
নবী ﷺ বলেছেন:

"মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।"
(সহীহ বুখারী, আদবুল মুফরাদ)

অতএব, মুসলমানদের কর্তব্য মানবতার জন্য কাজ করা, শুধু নিজেদের জন্য নয়।

৪. চরমপন্থা ও ঘৃণার বিরুদ্ধে আহ্বান

ইসলাম ঘৃণাকে ঘৃণা করে।
যারা ধর্মের নামে সহিংসতা ছড়ায়, তারা ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। কোরআন স্পষ্টভাবে বলে:

"যে কেউ এক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"
(সূরা মায়িদা ৫:৩২)

এ আয়াত মানবতার সর্বোচ্চ ঘোষণা — জীবন, বিশ্বাস ও স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা।
চরমপন্থা প্রতিহত করতে হলে দরকার জ্ঞান, যুক্তি ও নৈতিকতা।
মুসলমানদের উচিত নিজেদের আচরণ দ্বারা প্রমাণ করা যে ইসলাম শান্তির প্রতীক, ভয় নয়।

৫. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অব্যাহত প্রয়াস

আলোচনার মাধ্যমেই ভুল ধারণা ভাঙা যায়, হৃদয়ের দূরত্ব কমানো যায়। ইসলামী ইতিহাসে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবারা সর্বদা যুক্তি ও সহনশীলতার মাধ্যমে সংলাপ করেছেন।
আজও সেই পদ্ধতির প্রয়োজন।

আলেম, চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীদের উচিত একসঙ্গে বসে মানবতার সাধারণ মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলা।

গণমাধ্যম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সংলাপের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া।

ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা শেখানো।

যত বেশি সংলাপ হবে, তত কমবে ঘৃণা; বাড়বে বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব।

৬. মুসলমানদের করণীয়

বর্তমান যুগে মুসলমানদের প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাই আমাদের দায়িত্ব আরও বড়।
আমাদের উচিত:

নিজেদের জীবনে ইসলামের শান্তির শিক্ষা বাস্তবায়ন করা

অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে ন্যায় ও সহানুভূতির আচরণ করা

সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে মানবতার সেবা করা

শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের সত্য চিত্র তুলে ধরা

ঘৃণা নয়, ভালোবাসা ও সংলাপকে বেছে নেওয়া

তবেই ইসলাম আবার পৃথিবীতে আলোর দিশা দেখাবে।

৭. উপসংহার

ইসলাম সহাবস্থানের ধর্ম — শান্তি, ন্যায় ও ভালোবাসার ধর্ম।
এর মূল বার্তা হলো —

“তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, কারণ ন্যায়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়।”
(সূরা মায়িদা ৫:৮)

যদি আমরা এই নীতিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি — পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে — তবে ঘৃণার জায়গায় আসবে ভালোবাসা, সংঘাতের স্থানে আসবে শান্তি।
মানবজাতির সকল বিভাজনের ঊর্ধ্বে ইসলাম দাঁড় করিয়েছে এক অনন্ত আহ্বান —
"এসো, আমরা সবাই মিলেই একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ি।"

✦ সমাপ্ত আহ্বান

🌿
হে মানবজাতি!
তোমরা সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি, এক মানবতার সন্তান।
ধর্মে পার্থক্য থাকলেও, মানবতায় নয়।
আসো —
আমরা পারস্পরিক ঘৃণার প্রাচীর ভেঙে
ভালোবাসা, ন্যায় ও শান্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করি।
এটাই ইসলামের আহ্বান,
এটাই নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর শিক্ষা,
এবং এটাই মানবতার প্রকৃত পথ।